B.A 2nd Semester (H)
Paper – CC3 · Section – A

1. অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল অথর্ববেদ। অথর্ব-বেদের আদি নাম 'অথর্বাঙ্গিরস'। অথর্ব ও আঙ্গিরস এই দুটি ভাগ মিলে অথর্ববেদ। অথর্ব অর্থাৎ ভৈষজ্য, শান্তি, পৌষ্টিক প্রভৃতি মঙ্গলজনক মন্ত্র সমষ্টি আর অঙ্গিরস অর্থাৎ মারণ, বশীকরণ, অভিচার, ব্যাধি প্রভৃতি অশুভ যাদুবিদ্যামূলক মন্ত্র সমষ্টি। অথর্ববেদ সংহিতার দুটি শাখা পাওয়া গেছে- শৌনক ও পৈপ্পলাদ, তবে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে অথর্ব-বেদের নয়টি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংহিতা ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত। ২০টি কাণ্ডে ৩৮টি প্রপাঠক, ১১০টি অনুবাক, ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে। অথর্ববেদ পদ্য ও গদ্য মিশ্রিত রচনা, পদ্যেরই আধিক্য আছে। অথর্ববেদে সূক্ত সমূহের রচয়িতা রূপে অনেকের নাম পাওয়া গেলেও, অথর্ব, ভৃগু ও অঙ্গিরা। এই তিনজনের নাম বেশী করে উল্লিখিত হয়েছে। অথর্ববেদ সংহিতার বিভাগে একটি বিশেষ রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। ২০টি কাণ্ডের মধ্যে ১৩টি কাণ্ডে এই রীতি সুস্পষ্ট। প্রথম কাণ্ডের সূক্তগুলিতে ৪টি করে মন্ত্র, দ্বিতীয় কাণ্ডের সূক্তে ৫টি করে মন্ত্র। তৃতীয় কাণ্ডে ৬টি এবং চতুর্থ কাণ্ডে ৭টি করে মন্ত্র আছে। এইভাবে পঞ্চম থেকে চতুর্দশ কাণ্ড পর্যন্ত সূক্ত ও মন্ত্রের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ কাণ্ড গদ্যে রচিত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ কাণ্ডের সূক্তগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ।

অথর্ববেদে মোট ২০টি কাণ্ডের বৈচিত্র্য বিষয়ের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে প্রথম ৮টি কাণ্ডে এবং অষ্টম ও নবম কাণ্ডে শত্রু, দানব, রাক্ষস প্রভৃতিদের বিতাড়ন, বিভিন্ন ব্যাধির নিরাময় প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া পিতৃগৃহে বসবাসকারিনী অবিবাহিতা নারীদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রার্থনা, দীর্ঘজীবন, সময় মতো বৃষ্টিপাত, কৃষিকাজ, পারিবারিক শান্তি, পরমাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। বিশেষত নবম অধ্যায়ে, মধুবিদ্যা, অতিথি পরিচর্যা, ক্ষয়রোগ নিবারণের জন্য প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হয়েছে। দশম ও একাদশ কাণ্ডের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে শত্রু বিনাশ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মচর্য, বিষের প্রতিষেধ ইত্যাদি।

দ্বাদশ কাণ্ডের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূক্তটি হল- পৃথিবী মাতার প্রতি নিবেদিত ভূমিসূক্ত। এই কাণ্ডে তিন চতুর্থাংশেরও বেশী স্থান জুড়ে সূক্তটি আছে। ত্রয়োদশ কাণ্ডে আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। চতুর্দশ কাণ্ডটি মূলত বিবাহ বিষয়ক সূক্তের সংকলন — যেগুলি অধিকাংশই ঋক্‌বেদ থেকে গৃহীত। পঞ্চদশ কাণ্ডটি ব্রাত্য কাণ্ড নামে পরিচিত। ষোড়শ কাণ্ডে মূলত দুঃস্বপ্ন বিনাশের জন্য যমদেবের প্রতি প্রার্থনা জানানো হয়েছে। সপ্তদশ কাণ্ডের

Scanned by CamScanner

সূক্তগুলি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত। অষ্টাদশ কাণ্ডে রয়েছে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠানের বিবরণ। পণ্ডিতদের মতে অথর্ববেদের ঊনবিংশতি ও বিংশতি এই দুই কাণ্ড পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল। ঊনবিংশ কাণ্ডে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ছন্দ সমূহ, নক্ষত্রমণ্ডলী, মহাকাল এবং পরমাত্মা। বিংশ কাণ্ডের প্রথম ৩৩টি সূক্তে ইন্দ্রের স্তুতি আছে।

অথর্ববেদে যেসব পৌষ্টিক মন্ত্র আছে, তার বিষয়বস্তু হল — কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও গৃহ নির্মাণে সকল প্রকার বিঘ্ন নিরসন এবং আকস্মিক বিপত্তি থেকে অব্যাহতি লাভ। অথর্ববেদের সিংহভাগ অংশ জুড়ে আছে অভিচার মন্ত্র। এগুলি শত্রু নিধনের পক্ষে উপযোগী। আবার নানাবিধ অপশক্তি, ভূত, প্রেত প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু মন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে অথর্ববেদের বেশিরভাগ সূক্তেই যাদুমন্ত্রের স্বরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। দেবতাদের মহিমা বর্ণনার ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে যাদু প্রভৃতির প্রসঙ্গ।

অথর্ববেদের বেশ কিছু মন্ত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। এই জাতীয় সূক্তগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল — কাল সূক্ত (১৯/৫৩), প্রাণ সূক্ত (১১/৪) প্রভৃতি। কাল সূক্তে কাল সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। কালই সৃষ্টির প্রথম সূচনা, কাল ছাড়া কোনো পদার্থের অবস্থান অসম্ভব। দ্যুলোক, ভূলোক কালকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়েছিল এবং কালের গতিতেই অগ্রসর হচ্ছে। কালসূক্তের প্রজ্ঞাবান ঋষির কথায় —

"সপ্তচক্রান বহতি কাল এষ সপ্তাস্য নাভীরমৃতং ন্বক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনান্যঞ্জৎ কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ।।"

অস্ত্রপ্রচারবিদ্যা বা শল্যবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা বৈদিক যুগে কিরূপ উন্নত ছিল — তার প্রমাণ অথর্ববেদের কিছু সূক্তে পাওয়া যায়। লতা, গুল্ম প্রভৃতির সাহায্যে ভাঙা হাড়কে এখানে জোড়া লাগানোর বিধান দেওয়া হয়েছে। অস্থিসন্ধিকারক ভেষজ উদ্ভিদবিদ্যাকে সম্বোধন করে ঋষি বলেছেন —

"তোমার মজ্জার সঙ্গে মজ্জা যুক্ত হোক,
অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ যুক্ত হোক
হে ভেষজ গুল্ম তুমি কেশের সঙ্গে কেশ
এবং ত্বকের সঙ্গে ত্বক সংযুক্ত কর;
ভগ্ন অংশ তুমি যুক্ত কর।"

আধ্যাত্মিক চিন্তার বিচারে অথর্ববেদ সংহিতা হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, মৌলিকতার বিচারেও এর স্থান নগণ্য হতে পারে; কিন্তু ভারতীয় ভেষজবিদ্যা ও লোকবিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা সত্য যে এখানে অদ্ভুত কিছু বিষয় বিবৃত হয়েছে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবকল্যাণের কথাই এখানে ধ্বনিত হয়েছে। অথর্ববেদের ঋষি তাই উচ্চারণ করেন — "ইহলোকে যা কিছু নিষ্ঠুর, যা কিছু অশুভ — সেসবই শান্ত হোক, কল্যাণে পরিণত হোক।" এই হল অথর্ববেদের শাশ্বত বাণী।

—০—

Scanned by CamScanner